দামুড়হুদার জয়রামপুরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে অভিভাবক সমাবেশ

দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আয়োজনে ২০২৭ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার প্রস্তুতি ও শিক্ষার মানোন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা ও অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১টার দিকে বিদ্যালয়ের হলরুমে এ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মুনছুর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. জাহাঙ্গীর আলম।

এ সময় বক্তারা বলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানোন্নয়নে ম্যানেজিং কমিটি, শিক্ষক, অভিভাবক ও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শতভাগ বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করতে অভিভাবক ও শিক্ষকদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ থাকতে হবে। সন্তান বিদ্যালয়ে আসার কথা বলে অন্য কোথাও যাচ্ছে কি না, সে বিষয়েও অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তারা বলেন, নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। তাই এখন থেকেই মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনায় গাফিলতি করলে ফলাফল খারাপ হতে পারে। নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়তে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে নিয়মিত পড়াশোনা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মো. ইউসুফ আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নাফিস আক্তার সিদ্দিকী, সাংগঠনিক সম্পাদক মালেক রুস্তম, ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, বিএনপি নেতা পিয়ার মোহাম্মদ ও আব্দুল হক এবং যুবদল নেতা হুমায়ুন কবির ডাবলু।

এ ছাড়া বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা

উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন জয়রামপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম।

মেহেরপুরে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য ছাত্রশিবিরের হেল্প ডেস্ক

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের মেহেরপুর পৌর শাখার উদ্যোগে ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের সার্বিক সহযোগিতার লক্ষ্যে বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে হেল্প ডেস্ক পরিচালনা করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে পৌর কলেজে এ হেল্প ডেস্ক বসানো হয়েছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুস সালাম, জেলা সেক্রেটারি সাইদুল ইসলাম, পৌর সভাপতি মো. কামরুল ইসলাম নাহিদ, পৌর সেক্রেটারি হাসানুজ্জামান, কলেজ সেক্রেটারি আমির হামজা এবং সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে পরীক্ষার্থীদের জন্য ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র নিরাপদে রাখার ব্যবস্থা, বিশুদ্ধ পানীয় পানি, কলম, ঔষধ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

এ সময় নেতৃবৃন্দ পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করেন এবং বলেন, শিক্ষার্থীদের পাশে থেকে মানবিক ও কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা ছাত্রশিবিরের ধারাবাহিক উদ্যোগের অংশ। পরীক্ষার্থীরা এ সেবামূলক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সংশ্লিষ্টদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজে এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান

গাংনী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের ২০২৬ সালের এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষার্থীদের বিদায়, নতুন একাডেমিক ভবনের উদ্বোধন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার দুপুরে কলেজ মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কলেজ গভর্নিং বডির সভাপতি ও গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে এবং গণিত বিভাগের প্রভাষক জেসমিন আজাদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও জেলা পরিষদের প্রশাসক জাভেদ মাসুদ মিল্টন। প্রধান বক্তা ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন পৌর কমিশনার আলমগীর হোসেন, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আরিফুজ্জামান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুস ছালাম এবং ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রবিউল ইসলাম।

এছাড়া অনুষ্ঠানে কলেজের সহকারী অধ্যাপক শরিফুল ইসলাম, কামরুজ্জামান, ফিদা হাসান, আব্দুল কুদ্দুস, ওয়াহেদ বিন হোসেন মিন্টুসহ শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী, ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান, সাবেক সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান, বিএনপি নেতা আব্দুল গনি, ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য, অভিভাবক ও এইচএসসি ২০২৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টন ও গভর্নিং বডির সভাপতি আনোয়ার হোসেন কলেজে পৌঁছালে অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপনসহ শিক্ষকরা ফুলেল শুভেচ্ছায় তাদের বরণ করে নেন।

অধ্যক্ষ আবুল কালাম আজাদ স্বপন তার বক্তব্যে বলেন, বিগত সময়ে কলেজটি বিভিন্ন উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তিনি কলেজের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে প্রধান অতিথি ও গভর্নিং বডির সভাপতির সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “তোমরাই দেশের আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। যোগ্য নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে পারলে তোমরাই দেশের নেতৃত্ব দেবে। কঠোর পরিশ্রম ও নিয়মিত পড়াশোনার মাধ্যমে সফলতা অর্জন সম্ভব।”

তিনি শিক্ষার্থীদের সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে থেকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি কলেজের উন্নয়নে কম্পিউটার ল্যাব, সীমানা প্রাচীরসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।

তিনি আরও বলেন, আসন্ন এইচএসসি (বিএমটি) পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের নকলমুক্ত ও সুষ্ঠু পরিবেশে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া উচিত।
অনুষ্ঠানে কলেজের পক্ষ থেকে পরীক্ষার্থীদের ফাইল, কলম ও স্কেল উপহার দেওয়া হয়।

পরে প্রধান অতিথি জাভেদ মাসুদ মিল্টন নতুন একতলা একাডেমিক ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান শেষে পরীক্ষার্থীদের সফলতা কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত অনুষ্ঠিত হয়। মোনাজাত পরিচালনা করেন আলমগীর হোসেন।

মেহেরপুরে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা শুরু, ১৬ কেন্দ্রে অংশ নিচ্ছে ৮৩১৩ পরীক্ষার্থী

সারা দেশের ন্যায় আজ মঙ্গলবার মেহেরপুরেও শুরু হয়েছে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষা। যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি, দাখিল এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের আওতাধীন এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষা একযোগে শুরু হয়েছে।

এবার মেহেরপুর জেলার তিনটি উপজেলার ১৬টি কেন্দ্রে মোট ৮ হাজার ৩১৩ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। এর মধ্যে এসএসসি (জেনারেল) শাখায়

৬ হাজার ২০৬ জন, দাখিলে ১ হাজার ২৩৭ জন এবং ভোকেশনাল শাখায় ৮৭০ জন পরীক্ষার্থী রয়েছে।

জেলার বিভিন্ন কেন্দ্রভিত্তিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা হলো-মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯৮৮ জন, মেহেরপুর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে ৭৫৩ জন, আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪৫৩ জন, গাংনী পাইলট মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজে ৪৫৭ জন, বামুন্দী নিশিপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৬৫৬ জন, গাংনী সরকারি পাইলট মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৬৫৯ জন, বামুন্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ৪৬৮ জন, বেতবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫৮৪ জন, রায়পুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪৭২ জন, মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪৮৮ জন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ২৮৮ জন, মেহেরপুর দারুল উলুম আহমদিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় ৪৭২ জন, গাংনী সিদ্দিকিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় ৭৬৫ জন, মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ৩৭১ জন, দাঙ্গী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে (ভেন্যু: সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ) ২৪৮ জন এবং মুজিবনগর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ২৫১ জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে।

সুষ্ঠু ও নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা গ্রহণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

শৈলকুপায় সাপের কামড়ে প্রাণ গেল এইচএসসি পরীক্ষার্থীর

সাপের কামড়ে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় অপু বিশ্বাস (১৯) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে। সে উপজেলার ব্রহ্মপুর গ্রামের সেকেন্দার বিশ্বাসের ছেলে এবং শৈলকুপা সিটি কলেজ থেকে চলমান এইচএসসি পরীক্ষার্থী ছিল।

জানাগেছে, গত শুক্রবার রাতে বাবার সাথেই ঘুমিয়ে ছিল অপু বিশ্বাস। রাত তিনটার দিকে বুঝতে পারে তার আঙ্গুলে জ্বালাপোড়া করছে। বাবাকে ডেকে ঘটনাটি বললে তিনি দেখতে পান আঙ্গুল দিয়ে রক্ত ঝড়ছে। সাথে সাথে গ্রামের ওঝা ফারুক হোসেন ফরুর বাড়িতে শুরু হয়

ঝাড়ফুঁকের। সেখান থেকে বাড়ি ফিরে ভোরে অবস্থার অবনতি হলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চলছিল চিকিৎসার প্রস্তুতি। কিন্তু পরিবার চিকিৎসকের ওপর ভরসা না পেয়ে সেখান থেকে পুনরায় ওঝার বাড়ি নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায় সাপে দংশিত অপু বিশ্বাস।

সাপে দংশনের পর দীর্ঘ সময় পার হলেও বাবার ভুল সিদ্ধান্তে এমন মৃত্যুতে অপুর সহপাঠি ও এলাকাবাসীদের মধ্যে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

অপুর পিতা সেকেন্দার জোয়ার্দ্দার বলেন, রাতে একমাত্র ছেলে অপুর সাথে ঘুমিয়ে ছিলেন তিনি। রাত তিনটার দিকে অপু ঘুম থেকে উঠে তাকে জানায়, তার আঙ্গুলে কিসে কামড় দিয়েছে। সাথে সাথে তাকে গ্রামের ওঝা ফারুকের বাড়িতে নেওয়া হয়। সেখানে ওঝার দেয়া গাছে ছেলে সুস্থতা বোধ করলে তারা বাড়িতে আসেন। ছেলে অপু ঘুমিয়ে পড়লে এইচএসসি পরীক্ষার্থী বিধায় ভোরে ছেলেকে পড়ার জন্য জাগানো হয়। ঘুম থেকে উঠে অপু পুনরায় অসুস্থতা বোধ করলে তাকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন। চিকিৎসকরা তার চিকিৎসার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলে পুনরায় তাকে পৌর এলাকার ঋষিপাড়ায় ওঝার বাড়িতে নিলে তার অবস্থার আরো অবনতি হতে থাকে। ওঝা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার পরামর্শ দিলে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে চিকিৎসক কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। হাসপাতালে নেওয়ার পথে সকাল সাড়ে আটটার দিকে তার মৃত্যু হয় বলে জানান অপুর বাবা সেকেন্দার বিশ্বাস।

অপুর সহপাঠি রবিন হোসেন বলেন, তারা স্কুলে থেকেই এক সাথে পড়ালেখা করে আসছে। অপু খুবই মেধাবী ছিল ও চঞ্চল প্রকৃতির। সাপের দংশনের পর পরিবারের ভুল চিকিৎসায় তার এমন মৃত্যু তারা মেনে নিতে পারছে না বলে জানান।

অপুর প্রাথমিক ঝাড়ফুঁকের ওঝা ফারুক হোসেন ফরু বলেন, তিনি দীর্ঘ ২০ বছর সাপের কামড়ের চিকিৎসা করে আসছেন। অপুর পিতা সেকেন্দার তার ছেলেকে নিয়ে আসেন গতকাল শনিবার ফজরের আযানের আগে। তিনি তাকে গাছের মাধ্যমে চিকিৎসা দেওয়ার পর সে সুস্থ হলে বাড়ি চলে যান। এরপর সকাল ৯টার দিকে তিনি জানতে পারেন সাপে দংশিত অপু কুষ্টিয়াতে মারা গেছে। তবে তার চিকিৎসায় কোনো ভুল নেই বলে ওঝা ফরু দাবি করেন।

শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, গতকাল শনিবার ভোরে ব্রহ্মপুর গ্রামের এইচএসসি পরীক্ষার্থী অপুকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসা হয়। তার লক্ষণ দেখে বোঝা যায় সে সাপে দংশিত। তার চিকিৎসার প্রস্ততি চলাকালে রোগীর স্বজনরা তাকে জোরপূর্বক পূনরায় ওঝা বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে পুনরায় হাসপাতালে নিয়ে আসলে তারা অপুকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন। এরপর তার মৃত্যু হয়েছে বলে তারা জানতে পারেন। তার পরামর্শ সাপে দংশন করলে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে আসলে তার জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়বে না বলে জানান।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন শৈলকুপা থানার ওসি মাসুম খান ।

গাংনীতে আলগামন উল্টে এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত, আহত ২

মেহেরপুরের গাংনীতে চলন্ত আলগামন (ইঞ্জিনচালিত ভ্যান) উল্টে নাহিদ হোসেন (১৮) নামে এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে। এ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন।

বুধবার (১৮ জুন) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে গাংনী-কাথুলী সড়কের চৌগাছা মাঠ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত নাহিদ গাংনী উপজেলার এলাঙ্গী গ্রামের বাবুল হোসেনের ছেলে। চলতি বছর সে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আলগামনটিতে চালকসহ মোট তিনজন ছিলেন। তারা কাথুলী থেকে গাংনীর দিকে ফিরছিলেন। পথে চৌগাছা মাঠ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আলগামনটি উল্টে যায়। এতে গুরুতর আহত হয় নাহিদসহ তিনজন।

স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক নাহিদকে মৃত ঘোষণা করেন। আহত অপর দুইজন হলেন—আলগামন চালক সামিউল ইসলাম ও নিহত

নাহিদের বন্ধু আজমান হোসেন। তারা বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বানী ইসরাইল ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ উদ্ধার করে আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

এ ঘটনায় এলাঙ্গী গ্রামে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

১২ বছর পর শনিবার অনার্স ভর্তি পরীক্ষা, অংশ নেবে ১০৬৩ পরীক্ষার্থী

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনার্স প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা ২০২৪-২০২৫ শুরু হতে যাচ্ছে। দীর্ঘ ১২ বছর পর এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যা বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

আগামী ৩১ মে সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ কেন্দ্রেও এই ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মেহেরপুর জেলার একমাত্র কেন্দ্র হিসেবে মেহেরপুর সরকারি কলেজে মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজ, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ এবং গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজসহ জেলার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা এখানে অংশ নেবে। এ কেন্দ্রে মোট ১,০৬৩ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

পরীক্ষা শুরু হবে সকাল ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত, তবে পরীক্ষার্থীদের এক ঘণ্টা আগে কেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে।

প্রস্তুতির বিষয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর বলেন, “আমরা ১০০% প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছি। সিট প্ল্যান, কক্ষ বিন্যাস, প্রশাসনিক কার্যক্রম সব কিছুই শেষ হয়েছে। দীর্ঘ ১২ বছর পর ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ায় এটি আমাদের জন্য

একটি চ্যালেঞ্জ। তবে আমরা এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।”

তিনি আরও বলেন, “এই ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে আমরা কোয়ালিটি স্টুডেন্ট বাছাইয়ের সুযোগ পাব, যা ভবিষ্যতে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে। আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগ নেওয়ার জন্য। যদি এই ভর্তি পরীক্ষার ধারা অব্যাহত থাকে, তাহলে তা আমাদের উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

৩১ মে সকাল ১১টায় শুরু হওয়া এই ভর্তি পরীক্ষা যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেছে।

এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে গভীর রাতে ইউএনও

এসএসসি, দাখিল ও সমমান পরীক্ষা উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নিতে রাতের আঁধারে তাদের বাড়িতে ছুটে যাচ্ছেন মেহেরপুর সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম। শিক্ষার জন্য নিবেদিত এই প্রশাসনিক কর্মকর্তা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে ও তাদের প্রস্তুতি নিশ্চিত করতে উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে চলেছেন।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই খায়রুল ইসলাম শুধু প্রশাসনিক কাজেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং উপজেলায় শিক্ষার মানোন্নয়ন ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে বেশ কিছু ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি শুরু করেছেন ‘রাত্রিকালীন হোম ভিজিট’ কার্যক্রম।

চলতি বছরের মার্চ মাসের শুরু থেকেই প্রতিদিন রাত ৮টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত তিনি উপজেলার বিভিন্ন এলাকার এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার্থীদের বাড়িতে যাচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই পরীক্ষার্থীদের

পড়াশোনায় মনোযোগী করা, তাদের প্রস্তুতি পর্যবেক্ষণ করা এবং অভিভাবকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করা।

হোম ভিজিটকালে ইউএনও খায়রুল ইসলাম শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন, তাদের পরীক্ষার প্রস্তুতির খোঁজ নেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেন। পাশাপাশি অভিভাবকদেরও পরামর্শ দেন কীভাবে সন্তানদের আরও ভালোভাবে পড়াশোনায় মনোযোগী করা যায়। এ ছাড়া পরীক্ষার্থীদের মাঝে প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণ ও উপহার সামগ্রী বিতরণ করেন, যা শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করছে।

এই উদ্যোগে অভিভাবকদের মধ্যে স্বস্তি ও সন্তুষ্টি প্রকাশ পেয়েছে। তারা মনে করছেন, একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তার এমন ব্যতিক্রমী উদ্যোগ শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে।

রাত্রিকালীন হোম ভিজিটের সময় ইউএনও খায়রুল ইসলামের সঙ্গে মেহেরপুর সদর উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনিরুল ইসলাম, মোমিনপুর বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জাব্বারুল ইসলামসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মুজিবনগরে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মাঝে ফরম পূরণের টাকা বিতরণ

মুজিবনগরে বিভিন্ন আর্থসামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি শিক্ষার প্রসারে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে যাচ্ছে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি। প্রতিষ্ঠানটি প্রতিবছর স্পনসরকৃত শিক্ষার্থীদের মাঝে খাদ্যসহ শিক্ষা সহায়ক বিভিন্ন সামগ্রী বিতরণ করে আসছে।

তারই ধারাবাহিকতায়, গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি-এর উদ্যোগে ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের মাঝে ফরম পূরণের টাকা ও অন্যান্য শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১টায় মেহেরপুর সিডিপি-র বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের

হল রুমে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি-র ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিডিসি সভাপতি জহিরুল ইসলাম মাস্টার,মুজিবনগর প্রেসক্লাবের সভাপতি মুন্সি ওমর ফারুক প্রিন্স ও সাধারণ সম্পাদক হাসান মোস্তাফিজুর রহমান।

গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির উদ্যোগে ২০২৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার জন্য ১৭ জন স্পনসর শিক্ষার্থীকে প্রতিজন ২ হাজার টাকা করে ফরম পূরণের জন্য প্রদান করা হয়। পাশাপাশি পরীক্ষার কাজে প্রয়োজনীয় ফাইল, রাবার, কলম, স্কেল, শার্পনারসহ বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণও বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি-এর স্পনসর ১,১৬৫ জন শিশু শিক্ষার্থীর মাঝে ৬টি খাতা ও ৬টি কলম বিতরণেরও উদ্বোধন করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল পরীক্ষার্থীর

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল নওরিন শোয়েবা নোভা (১৫) নামে এস.এস.সি পরীক্ষার্থীর। সে হরিণাকুন্ডু শিশুকলি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে এবছরের এসএসসি পরীক্ষার্থী।

গতকাল বুধবার (১৫জানুয়ারি) দুপুরে উপজেলার হল বাজার নামক স্থানে এ দুর্র্ঘটনা ঘটে।

নিহত নওরীন শোয়েবা নোভা হরিণাকুণ্ডু সালেহা বেগম মহিলা ডিগ্রি কলেজের কর্মরত উচ্চমান সহকারী মোঃ নজরুল ইসলাম এবং দিগনগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নারগিস আক্তার

দম্পত্তির ছোট মেয়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বুধবার দুপুরে নওরিন শোয়েবা নোভা হরিণাকুন্ডু হল বাজার থেকে ফেরার পথে ইট বোঝায় ট্র্যাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনা স্থলেই নিহত হন। পরবর্তীতে হরিণাকুণ্ডু থানা পুলিশ লাশটি উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

হরিণাকুণ্ডুু থানার অফিসার ইনচার্জ এমএ রউফ খান জানান, আইনি প্রক্রিয়ায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।